

(খসড়া)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

খাসজমি -১

অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংশোধিত নীতিমালা'২০১৪ এর বিষয়ে গত ১৭.০৪.২০১৪ তারিখ বেলা ১০.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ-

১৭/০৪/২০১৪ তারিখ বেলা ১০.০০ ঘটিকায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সভাপতিত্বে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা'২০১৪ সংশোধনের বিষয়ে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেনঃ-

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
০১	জনাব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন খান	অতিরিক্ত সচিব (আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়।
০২	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৩	জনাব ফয়েজ আহম্মদ	যুগ্ম-সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৪	জনাব তপন কুমার সরকার	যুগ্ম-সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৫	জনাব এ,এম, সাইফুল ইসলাম	উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
০৬	জনাবা উম্মে কুলসুম	উপসচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
০৭	জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম	সহকারী প্রধান, কৃষি মন্ত্রণালয়।

০২। সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করলে উপস্থিত কর্মকর্তাগণ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

অনুচ্ছেদ	প্রস্তাবিত নীতিমালার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ	সংশোধিত/নতুন প্রস্তাব	সুপারিশ
২.০ (ক)	দেশের চারটি মেট্রোপলিটন এলাকায় সকল পৌর এলাকায় এবং সকল থানা সদর বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী শহরাঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হইবে। এই সকল এলাকাভুক্ত কৃষিযোগ্য জমি ও অকৃষি খাসজমি হিসাবে বিবেচিত হইবে। ইহার বাহিরে অবস্থিত কৃষিযোগ্য জমি বাদে অন্যান্য সকল জমি	২.০ (ক) দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা শহর, সকল পৌর এলাকা এবং সকল উপজেলা সদর বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী শহর অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হইবে। ইহার বাহিরে অবস্থিত কৃষিযোগ্য জমি বাদে অন্যান্য সকল খাসজমি অকৃষি খাসজমি হিসাবে বিবেচিত হইবে।	পূর্বের নীতিমালা প্রতিস্থাপন

	অকৃষি খাসজমি হিসাবে বিবেচিত হইবে।		
২.(খ)	যে সকল থানা সদরে পৌরসভা আছে সে সকল থানার ক্ষেত্রে পৌরসভার এলাকা এবং অন্যান্য থানার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনারের লিখিত পূর্ব-অনুমোদনক্রমে চিহ্নিত এলাকাকে থানা সদর এলাকা হিসাবে গণ্য করা হইবে। জেলা প্রশাসকগণ এই নীতিমালা জারীর তারিখ হইতে ১৮০ দিনের মধ্যে পৌরসভা নাই এমন সকল থানা সদরের সীমানা চিহ্নিত করার কার্য সম্পাদন করিবেন। অবশ্য পরবর্তীতে যদি কোন থানা সদরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহা হইলে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তারিখ হইতে পৌরসভা এলাকাকেই ঐ থানার থানা সদর হিসাবে বিবেচনা করা হইবে।	২(খ) যে সকল উপজেলা সদরে পৌরসভা আছে সে সকল উপজেলার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনারের লিখিত পূর্ব অনুমোদনক্রমে উপজেলা সদর হিসাবে চিহ্নিত এলাকাকে উপজেলা সদর এলাকা হিসাবে গণ্য করা হইবে।	পূর্বের নীতিমালা প্রতিস্থাপন
২.(গ)	বাজার দরঃ- প্রচলিত নিয়মে নির্ধারিত মূল্যকেই বাজার দর হিসাবে গণ্য করা হইবে''।	বাজার দরঃ- প্রচলিত নিয়মে নির্ধারিত মূল্যকেই বাজার দর হিসাবে গণ্য করা হইবে''।	পূর্বের নীতিমালায় প্রতিস্থাপন
২.(ঘ)	২.০ (ঘ) নতুন প্রস্তাব বন্দোবস্তের মেয়াদঃ-	২.০ (ঘ) দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্তের মেয়াদঃ- দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত ৩০ (ত্রিশ) বৎসর মেয়াদী হইবে। তৎপর ইহা চিরস্থায়ী (Perpetuity) বন্দোবস্ত হিসাবে বিবেচিত হইবে। স্বল্পমেয়াদী বন্দোবস্ত হইবে ৫(পাঁচ) বৎসরের জন্য।	দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্তের মেয়াদঃ- দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত ৩০ (ত্রিশ) বৎসর মেয়াদী হইবে। তবে ৩০ (ত্রিশ) বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় বার নবায়ন করা হইলে পুনরায় নবায়নের প্রয়োজন হইবে না। ইহা চিরস্থায়ী (Perpetuity) বন্দোবস্ত হিসেবে বিবেচিত হইবে।

৩.(ক)	" সরকারি প্রয়োজনে যে কোন সরকারি দপ্তর বা সংস্থাকে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে সেই ক্ষেত্রে বাজার দর অনুযায়ী জমির উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে"।	৩.০(ক) সরকারি প্রয়োজনে যে কোন সরকারি দপ্তর বা সংস্থাকে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে সেই ক্ষেত্রে বাজার দর অনুযায়ী জমির মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।	
৩.(খ)	"ধর্মীয় উপাসনালয়, এতিমখানা, কবরস্থান ও শ্মশানঘাট স্থাপনের জন্য পরিমাণ মত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে বাজার দর অনুযায়ী জমির মূল্য নির্ধারণ করিয়া নির্ধারিত মূল্যের ১০% মূল্যে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।	৩.০(খ) সার্বজনীন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় উপাসনালয়, ঈদগাহ, কবরস্থান, শ্মশানঘাট স্থাপন ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সংকারের জন্য পরিমাণ মত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে জমির বাজার দরের ১০% মূল্যে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।	পূর্বের নীতিমালায় প্রতিস্থাপন
২.(গ)	"শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিমাণ মত জমি নির্ধারিত, মূল্যের ১০% মূল্যে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। "	৩.(গ) সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত জমির সিলিং মোতাবেক বাজার দরের ১০% মূল্যে জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই সুযোগ প্রাপ্ত হইবে না। এইক্ষেত্রে বাজার দর অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে বন্দোবস্ত দেয়া যাইবে।	পূর্বের নীতিমালায় বহাল
৩.(ঘ)	"প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও সরকার কর্তৃক বৈধভাবে পুনর্বাসিত লোকজনকে সংশ্লিষ্ট জমি সরকারের অন্য কোন প্রয়োজনে না লাগিলে দখল বিবেচনায় আনিয়া পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ০.০৫ (পাঁচ শতাংশ) জমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে নারায়ণগঞ্জসহ	৩.(ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে সংশ্লিষ্ট এলাকার খাসজমি সরকারের অন্য কোন প্রয়োজনে না লাগিলে সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাহিরে পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) শতাংশ জমি বিনামূল্যে অস্থায়ীভাবে বরাদ্দ দেওয়া যাইবে।	পূর্বের নীতিমালায় প্রতিস্থাপন

	ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় এই ধরনের বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না"।		
৩.(ঙ)	"বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক বা জাতীয় পর্যায়ে নিজ অবদানের জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত ব্যক্তিকে সরকার প্রধানের অনুমোদনক্রমে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ০.০৫ একর (পাঁচ শতাংশ) এবং মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে সর্বোচ্চ ০.০৮ একর (আট শতাংশ পর্যন্ত জমি বাজার দরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে সরকার প্রধান ইচ্ছা করিলে রেয়াতী মূল্যে বন্দোবস্তের আদেশ দিতে পারিবেন"।	৩.(ঙ) "বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক বা জাতীয় পর্যায়ে নিজ অবদানের জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত ব্যক্তিকে সরকার প্রধানের অনুমোদনক্রমে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ০.০৫ একর (পাঁচ শতাংশ) এবং মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে সর্বোচ্চ ০.০৮ একর (আট শতাংশ) পর্যন্ত জমি বাজার দরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে সরকার প্রধান ইচ্ছা করিলে রেয়াতী মূল্যে বন্দোবস্তের আদেশ দিতে পারিবেন"। ৩.(ঙ) শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী/সন্তান (যৌথভাবে) যুদ্ধাহত/খেতাব প্রাপ্ত/পৌর এলাকায় সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) শতাংশ জমি এবং পৌর এলাকার বাহিরে সর্বোচ্চ ০.১০ (দশ শতাংশ) জমি বাজার দরের ১০% মূল্যে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।	"বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক বা জাতীয় পর্যায়ে নিজ অবদানের জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত ব্যক্তিকে সরকার প্রধানের অনুমোদনক্রমে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ০.০৫ একর (পাঁচ শতাংশ) এবং মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে সর্বোচ্চ ০.০৮ একর (আট শতাংশ) পর্যন্ত জমি বাজার দরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে সরকার প্রধান ইচ্ছা করিলে রেয়াতী মূল্যে বন্দোবস্তের আদেশ দিতে পারিবেন"। ৩.(ঙ) শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী/সন্তান/বাবা/মা/ যুদ্ধাহত /খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা পৌর এলাকায় সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) শতাংশ এবং পৌর এলাকার বাহিরে সর্বোচ্চ ১০ (দশ শতাংশ) জমি বাজার মূল্যে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।
৩.(চ)	"প্রবাসী বাংলাদেশীরা যদি রেজিস্ট্রিকৃত সমবায় এর মাধ্যমে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ (ন্যূন্যপক্ষে ৫ তলা ভবন হইতে হইবে) এর জমি বন্দোবস্ত নিতে চান তাহা হইলে	৩.০(চ) "প্রবাসী বাংলাদেশীরা যদি রেজিস্ট্রিকৃত সমবায় এর মাধ্যমে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ (ন্যূন্যপক্ষে ৫ তলা ভবন হইতে হইবে) এর জমি বন্দোবস্ত নিতে চান তাহা	

	<p>তাহাদিগকে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০০ একর এবং জেলা শহরে ৩.০০ একর পর্যন্ত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে তাহাদেরকে জমির সমুদয় মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করিতে হইবে এবং তাহাদের দলে একই পরিবারের একজনের বেশি সদস্য থাকিতে পারিবেন না। বহুতল বিশিষ্ট ভবনের জন্য প্রতি ২ (দুই- জন সদস্যের জন্য ০.০২৫ একর হিসাবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।"</p>	<p>হইলে তাহাদিগকে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০০ একর এবং জেলা শহরে ৩.০০ একর পর্যন্ত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে তাহাদেরকে জমির সমুদয় মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করিতে হইবে এবং তাহাদের দলে একই পরিবারের একজনের বেশি সদস্য থাকিতে পারিবেন না। বহুতল বিশিষ্ট ভবনের ক্ষেত্রে প্রতি সদস্যের জন্য ১.২৫ শতাংশ হিসাবে ৬.২৫ শতাংশ জমি ৫(পাঁচ) জনকে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।</p>	
৩.(ছ)	<p>"শহর এলাকায় বাহিরে শিল্প স্থাপনের জন্য আবেদনকারী যদি মোট প্রয়োজনীয় জমির ৩/৪ অংশ নিজে সংগ্রহ করেন। তাহা হইলে সর্বোচ্চ ১/৪ অংশ পরিমাণ সংলগ্ন খাসজমি বাজার দরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।"</p>	<p>৩.০(ছ) শহর এলাকার বাহিরে কোন শিল্প মালিককে শিল্প সম্প্রসারণের জন্য তার নিজস্ব জমি সংলগ্ন খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে তার মালিকানাধীন জমির সর্বোচ্চ ৫০% পরিমাণ জমি বাজার দরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।</p>	
৩.(জ)	<p>"অন্ততঃ ১০ বৎসরের বেশী সময় ধরিয়া নিয়মিত ভাবে সরকারী পাওনা পরিশোধ করিয়া একসনা লীজমূলে জমির দখলে আছেন এমন লোকদের -কে সর্বোচ্চ ০.০৫ (পাঁচ শতাংশ) জমি বাজারদের বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। উল্লেখ্য, নীতিমালার উক্ত ধারায় বর্ণিত একসনা লীজের মেয়াদকাল ১০ বৎসরের স্থলে ৫ বৎসর হইবে বলিয়া সংশোধন করা হইয়াছে।"</p>	<p>৩.(জ) ১৫/১১/১৯৯৮ তারিখের পর হইতে একসনা বন্দোবস্ত না থাকায় এই অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।</p>	<p>বর্তমানে একসনা লীজ চালু নাই। জমির মালিকানা বজায় রাখার স্থানে একসনা বন্দোবস্ত চালু করিয়া মূল নীতিমালা অনুসরণ করা যাইতে পারে।</p>

<p>৩.(ক)</p>	<p>" যে সকল অধিগ্রহণকৃত জমি পুনঃগ্রহণের মাধ্যমে খাস করা হইয়াছে বা হইবে সেই সকল জমির মূল মালিক বা তাহার বৈধ উত্তরাধিকারীদেরকে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদত্ত অর্থ সমন্বয় না করিয়া বাজার দরে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ০.০৮ একর (আট শতাংশ) জেলা ও থানা সদরে এবং পৌর এলাকায় সর্বোচ্চ ০.১৬ একর (ষোল শতাংশ) এবং ইহার বাহিরে এলাকায় সর্বোচ্চ ০.৩২ একর (বত্রিশ শতাংশ) জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ তাহার নিকট হইতে অধিগ্রহণকৃত জমির অর্ধেক অপেক্ষা বেশী হইতে পারিবে না। তবে কাহাকেও শহর এলাকায় মোট ০.০৪ একর (চার শতাংশ) এবং পল্লী এলাকায় ০.১০ একর (দশ শতাংশ) অপেক্ষা কমও দেওয়া হইবে না। তাহাছাড়া যেহেতু বন্দোবস্ত গ্রহীতা জমির পূর্বতন মালিক সেহেতু তাহাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে। অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত এমন ভূমি মালিকের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একজনকেই সুবিধা দেওয়া হইবে। এইরূপ বন্দোবস্ত প্রদান মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগিবে।"</p>	<p>পূর্বের নীতিমালা বহাল</p>	<p>পূর্বের নীতিমালা বহাল</p>
<p>৩.(গ)</p>	<p>" মেট্রোপলিটন এলাকা এবং জেলা শহরের বাহিরে গবাদিপশু বা দুগ্ধ খামার এবং হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপনের জন্য অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত</p>	<p>পূর্বের নীতিমালা বহাল</p>	<p>পূর্বের নীতিমালা বহাল</p>

	<p>দেওয়া যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হইতে হইবে। হাঁস-মুরগীর খামারের জন্য সর্বোচ্চ ২.০ একর ও দুগ্ধ খামারে জন্য সর্বোচ্চ ৫.০ একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। বন্দোবস্ত প্রাথমিকভাবে ১০ বৎসরের জন্য দেওয়া হইবে। প্রথম ৫ বৎসরের মধ্যে যদি প্রকল্পটি পুরাপুরি প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত এবং বন্দোবস্তের সকল শর্ত যথাযথভাবে পালিত হয় তাহা হইলে একই জমি পরবর্তীতে সন্তোষজনক পরিচালনা শর্তে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তে রূপান্তর করা যাইবে। তবে প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত না হইলে বা পরবর্তীতে যে কোন সময় পরিত্যক্ত হইলে বা বন্দোবস্তের শর্ত যথাযথভাবে পালিত না হইলে বন্দোবস্ত যে কোন সময় বাতিল করিবার শর্ত চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।”</p>		
৩.(ট)	<p>” বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য খামার স্থাপনের জন্য সরকারী খাস পুকুর দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। ব্যক্ত বিশেষের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০ একর আয়তনবিশিষ্ট পুকুর নিবন্ধনকৃত সমবায় বা ব্যক্তিমালিকানাধীন কোং ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০ একর এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে যে কোন আয়তনের খাস</p>	৩.০(ট) জলমহাল নীতিমালা/ ২০০৯ প্রণীত হওয়ায় এই অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।	পূর্বের নীতিমালায় প্রতিস্থাপন

	<p>পুকুর বা বন্ধ জলমহাল দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে প্রাথমিকভাবে ১০ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। প্রথম ৫ বৎসরের মধ্যে যদি প্রকল্পটি পুরাপরি প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত এবং বন্দোবস্তের সকল শর্ত বন্দোবস্ত গ্রহীতা কর্তৃক যথাযথভাবে পালিত হয় তাহা হইলে একই পুকুর বা বন্ধ জলমহাল পরবর্তীতে সন্তোষজনক পরিচালনায় শর্তে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তে রূপান্তর করা যাইবে। কিন্তু প্রথম ৫ বৎসরের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত না হইলে বা পরবর্তীতে যে কোনো সময় পরিত্যক্ত হইলে বা যথাযথভাবে পরিচালিত না হইলে বন্দোবস্ত যে কোন সময় বাতিল করিবার শর্ত চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। এইরূপ বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগিবে। ”</p>		
<p>৩.(ঠ)</p>	<p>”বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরকে অথবা যৌথ উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রকল্প অনুপাতে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে। তবে মেট্রোপলিটন এলাকায় আন্তর্জাতিক মানের হোটেল/মোটেল (তিন তারকা ও তদুর্ধে) স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি</p>	<p>৩.০(ঠ) দেশী বা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অথবা যৌথ উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে বাজার দরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। মেট্রোপলিটন এলাকা/ ঘোষিত পর্যটন এলাকা/জেলা শহরে তিন তারকা বা তদুর্ধ হোটেল/মোটেল স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।</p>	

	বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।"		
৩.০(ড)	"কারখানা বা বাড়ী সংলগ্ন খাস জমি আছে এবং এই খাসজমির অবস্থান এমন যে উহা অন্য কাহাকে ও বন্দোবস্ত প্রদান করিলে বাড়ী বা শিল্প কারখানায় যাতায়াতসহ অন্যান্য অসুবিধা সৃষ্টি হইবে সেক্ষেত্রে বাড়ীর মালিক বা শিল্প কারখানার অনুকূলে বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে এই খাসজমি (কৃষি বা অকৃষি যাহাই হোক না কেন) বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এইরূপ বন্দোবস্ত কেসে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তৃক সরেজমিনে তদন্ত সম্পাদন করিয়া এবং প্রচলিত নিয়মে সেলামী ধার্য করিয়া প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠাইতে হইবে।"	৩.০(ড) কারখানা, বাড়ী বা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন খাসজমি রহিয়াছে এবং এই খাসজমির অবস্থান এমন যে উহা অন্য কাহাকেও বন্দোবস্ত প্রদান করিলে বাড়ী, কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতসহ অন্যান্য অসুবিধা সৃষ্টি হইবে সেই ক্ষেত্রে বাড়ীর মালিক কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে এই খাসজমি (কৃষি বা অকৃষি যাহাই হোক না কেন) বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এইরূপ বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তৃক সরেজমিনে তদন্ত সম্পাদন করিয়া এবং বাজার দর অনুযায়ী সেলামী ধার্য করিয়া প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠাইতে হইবে।	পূর্বের নীতিমালা বহাল
৩.০(ঢ)	"কমপক্ষে ২০ বৎসর বা তদুর্ধকাল যাবত সরকারি/আধা সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন বা ছিলেন এইরূপ কমপক্ষে ৩০ জন বা তদুর্ধ সংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট সরকারী /আধা সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী বা কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সংগঠনকে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন (নূন্যপক্ষে পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ী) নির্মাণের জন্য মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০ একর এবং জেলা বা থানা শহরে সর্বোচ্চ ৩.০	৩.০(ঢ) ১০ বৎসর বা তদুর্ধকাল যাবত সরকারি/আধা সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন বা ছিলেন এইরূপ কমপক্ষে ০৫ জন বা তদুর্ধ সংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট সরকারী /আধা সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী বা কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সংগঠনকে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন (নূন্যপক্ষে পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ী) নির্মাণের জন্য বাজার মূল্যে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। প্রতি ৫ জনের	৩.০(ঢ) ১০ বৎসর বা তদুর্ধকাল যাবত সরকারি/আধা সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন বা ছিলেন এইরূপ কমপক্ষে ০৫ জন বা তদুর্ধ সংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট সরকারী /আধা সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী বা কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সংগঠনকে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন (নূন্যপক্ষে পাঁচতলা ফ্ল্যাট

	<p>একর পর্যন্ত খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। মেট্রোপলিটন এলাকা বা জেলা শহরে বাড়ী বা বাড়ী ঘর করার মত জমি আছে এইরূপ কোন সরকারী /আধা সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী/কর্মকর্তাকে সংগঠনের সদস্য করা যাইবে না। বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য সমবায়ের প্রতি দুইজন সদস্যের জন্য ০.০২৫ একর (২.৫ শতাংশ) হিসেবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।''</p>	<p>গুপকে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) শতাংশ এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় বাহিরে সর্বোচ্চ ০.১০ (দশ) শতাংশের বেশী জমি বরাদ্দ দেওয়া যাইবে না।</p>	<p>বাড়ী) নির্মাণের জন্য বাজার মূল্যে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। প্রতি ৫ জনের গুপকে মেট্রোপলিটন এলাকার সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) শতাংশ এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় বাহিরে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) শতাংশের বেশী জমি বরাদ্দ দেওয়া যাইবে না।</p>
<p>৩.০ (গ)</p>	<p>'' কমপক্ষে ১৫ জন বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সংগঠনকে বহুতলবিশিষ্ট আবাসিক ভবন (নূন্যপক্ষেপাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ী) নির্মাণের জন্য মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০ একর এবং জেলা বা থানা সদরে সর্বোচ্চ ৩.০ একর পর্যন্ত খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। মেট্রোপলিটন এলাকা বা জেলা শহরে বাড়ী বা বাড়ী করার মত জমি আছে এইরূপ কোন মুক্তিযোদ্ধাকে সংগঠনের সদস্য করা যাইবে না। বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য সমবায়ের প্রতি দুইজন সদস্যের জন্য ০.২৫ একর (২.৫ শতাংশ) হিসেবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এইরূপ বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মে ধার্যকৃত সেলামী আদায় করিতে হইবে এবং ইহাতে</p>	<p>৩.০(গ) ৫ জনের অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা গুপকে সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত নিজ জেলায় বা উপজেলায় জনপ্রতি সর্বোচ্চ ১.২৫ শতাংশ জমি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন (নূন্যপক্ষে পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ী) মেট্রোপলিটন এলাকা বা জেলা শহরে বাড়ী বা বাড়ী করার মত জমি আছে এইরূপ কোন মুক্তিযোদ্ধা কে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না।</p>	<p>৫ জনের অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা গুপকে সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত নিজ জেলায় বা উপজেলায় জনপ্রতি সর্বোচ্চ ১.২৫ শতাংশ জমি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন (নূন্যপক্ষে পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ী) নির্মাণের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে মেট্রোপলিটন এলাকা বা জেলা শহরে বাড়ী বা বাড়ী করার মত জমি আছে এইরূপ কোন মুক্তিযোদ্ধা কে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না।</p>

	সরকার প্রধানের অনুমোদন লাগিবে।”		
৩.০(ত)	<p>“(1) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদেশে রপ্তানীর উদ্দেশ্যে ফুলের চাষ করার জন্য সর্বোচ্চ ৫.০ (পাঁচ) একর পর্যন্ত খাসজমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।</p> <p>(11) বিভিন্ন প্রকার ফলের বাগান করার জন্য সর্বোচ্চ ১৫.০ (পনের) একর পর্যন্ত খাসজমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।</p> <p>(111) রাবার চাষের জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষকে সর্বোচ্চ ৩০.০ (ত্রিশ) একর এবং নিবন্ধনকৃত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীকে সর্বোচ্চ ১০০.০ (একশত) একর পর্যন্ত খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।</p> <p>(iv) উপরোক্ত (1), (11) ও (111) নং উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত জমি বন্দোবস্ত প্রদানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগিবে। তবে সরকার প্রধানের অনুমোদনক্রমে বর্ণিত জমি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমিও বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।</p> <p>(v) অনুচ্ছেদ নিম্নরূপভাবে সংযোজিত হইবেঃ-</p> <p>ঔষধি বৃক্ষ উৎপাদনের জন্য বক্তিবিশেষকে সর্বোচ্চ ৫.০ (পাঁচ) একর এবং নিবন্ধনকৃত লিমিটেড কোম্পানীকে সর্বোচ্চ ১০.০ (দশ) একর পর্যন্ত খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে ঔষধি বৃক্ষ উৎপাদনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং শিলাপ বিকাশে ইহার</p>	<p>৩.০(ত) (1) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদেশে রপ্তানীর উদ্দেশ্যে ফুলের চাষ করার জন্য সর্বোচ্চ ১০.০ (দশ) একর পর্যন্ত খাসজমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।</p> <p>(11) বিভিন্ন প্রকার ফলের বাগান করার জন্য সর্বোচ্চ ২.০ (দুই) একর পর্যন্ত খাসজমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।</p> <p>(111) রাবার/বঁশ/বেত/পাটি ও পাতি গাছের চাষের জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষকে সর্বোচ্চ ২০.০ (বিশ) একর এবং নিবন্ধনকৃত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীকে সর্বোচ্চ ৫০.০ (পঞ্চাশ) একর পর্যন্ত খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।</p> <p>(iv) অপরিবর্তিত থাকিবে।</p>	<p>৩.০(ত) (1) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদেশে রপ্তানীর উদ্দেশ্যে ফুলের চাষ করার জন্য সর্বোচ্চ ১০.০ (দশ) একর পর্যন্ত খাসজমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।</p> <p>(11) বিভিন্ন প্রকার ফলের বাগান করার জন্য সর্বোচ্চ ২.০ (দুই) একর পর্যন্ত খাসজমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।</p> <p>(111) রাবার/বঁশ/বেত/পাটি ও পাতি গাছের চাষের জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষকে সর্বোচ্চ ২০.০ (বিশ) একর এবং নিবন্ধনকৃত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীকে সর্বোচ্চ ৫০.০ (পঞ্চাশ) একর পর্যন্ত খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।</p> <p>(iv) অপরিবর্তিত থাকিবে।</p>

	গ্রহণযোগ্যতা/অবদান থাকিতে হইবে। তবে, সরকার প্রধানের অনুমোদনক্রমে বর্ণিত জমি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমিও বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।''		
৩.০(খ)	উপরোক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে শহর এলাকায় খাসজমি নিলামে বিক্রয় করা হইবে।''	৩.০(খ) উপরোক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে শহর এলাকার খাসজমি উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে নিলামে বিক্রয় করা হইবে। তবে বাজার দরের কমে বিক্রয় করা যাইবে না। ৩.০ (খ.খ) জেলা শহর, উপজেলা বা পৌর এলাকায় সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) শতাংশ জমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হাতের একসনা বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।	পূর্বের নীতিমালা বহাল
৩.০ (দ)	''খাস খতিয়ান রেকর্ডভুক্ত জনগণের ব্যবহার্য রাস্তা, ঘাট, নদী, খাল, নালা, পয়ঃপ্রণালী, পুকুর, বাঁধ, কবরস্থান, শ্মশান, পার্ক, খেলার মাঠ ও ভূমি প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের দপ্তরের এলাকাধীন জমি বন্দোবস্তের আওতায় আসিবে না। এইগুলি জমির শ্রেণী পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতিমালা সাপেক্ষে স্বতন্ত্রভাবে প্রণীত সংরক্ষণীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। হাট-বাজারে জমিও এই নীতিমালা আওতায় বন্দোবস্তযোগ্য হইবে না।''	৩.০ (দ) অপরিবর্তিত থাকিবে।	পূর্বের নীতিমালায় বহাল
৩.০ (খ)	''পাহাড় ও পাহাড়ের ঢালু জমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ভূ-প্রকৃত অর্থাৎ প্রাকৃতিক অবস্থান কোন রূপান্তর না করার শর্তাধীনে উৎপাদনশীল কার্যে ব্যবহারে জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া	৩.০(খ) পাহাড় ও পাহাড়ের ঢালু জমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ভূ-প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃতিক অবস্থান কোন রূপান্তর না করার শর্তে কৃষিজ, ফলজ, বনজ ও ঔষধি দ্রবদি	৩.০(খ) পাহাড় ও পাহাড়ের ঢালু জমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ভূ-প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃতিক অবস্থান কোন রূপান্তর না করার শর্তে

	যাইবে।''	উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি ৩০(ত্রিশ) বৎসরের জন্য ইজারা দেয়া যাইবে। এ ক্ষেত্রে বাজার দরের মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।	কৃষিজ, ফলজ, বনজ ও ঔষধি দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি ৩০(ত্রিশ) বৎসরের জন্য ইজারা দেয়া যাইবে। এ ক্ষেত্রে বাজার দরে মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।
৩.০(ন)	৩.০ (ন) নতুন প্রস্তাব।	-----	-----
৩.০(প)	৩.০(প) নতুন প্রস্তাব।	৩.০(প) মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অফিসের জন্য মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভায় ১০ (দশ) শতাংশ এবং পৌরসভার বাইরে ১৫ (পনের) শতাংশ জমি বাজার দরে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন সাপেক্ষে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত দেয়া যাইবে। দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত ৩০ (ত্রিশ) বৎসর মেয়াদী হইবে। তবে ৩০ (ত্রিশ) বছর শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় বার নবায়নের পর পুনরায় নবায়নের প্রয়োজন হবে না। ইহা দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত বলে বিবেচিত হবে।	৩.০(প) মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অফিসের জন্য মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভায় ১০ (দশ) শতাংশ এবং পৌরসভার বাইরে ১৫ (পনের) শতাংশ জমি বাজার দরে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন সাপেক্ষে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত দেয়া যাইবে।
৪.০(ক)	''নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় ছাড়া মেট্রোপলিটন এলাকার যে কোন অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার প্রধানের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।''	৪.০ (ক) অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত থাকিবে।	পূর্বের নীতিমালা বহাল
৪.০(খ)	'' জেলা শহরে ০.০৮ একর (আট শতাংশ) এর উর্ধ্ব পরিমাণ, থানা সদরে ০.১৬ (ষোল শতাংশ) এর উর্ধ্ব পরিমাণ এবং ইহার বাহিরে ০.৩০ (ত্রিশ শতাংশ) এর উর্ধ্ব	৪.০(খ) সকল বন্দোবস্তের আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক (কালেক্টর) বরাবরে দাখিল করিতে হইবে। তিনি আবেদনে বর্ণিত জমির বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক	পূর্বের নীতিমালা বহাল

	পরিমাণ জমি বন্দোবস্তের সকল প্রস্তাবে ভূমি সংস্কার বোর্ড হইতে অনুমোদন দেওয়া যাইবে। ইহা অপেক্ষা কম পরিমাণ জমির ক্ষেত্রে নীতিমালার অধীনে বন্দোবস্ত কেইস বিভাগীয় কমিশনার চূড়ান্ত হইবে। প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার প্রধানের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।''	বন্দোবস্তের উপযুক্ত হইলে বন্দোবস্তের প্রস্তাব প্রস্তুতের জন্য সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর বরাবরে আবেদন প্রেরণ করিবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রার্থীত জমির বাজার দরে সেলামী নির্ধারণ করতঃ কেস রেকর্ড সৃজনপূর্বক প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবেন। জেলা প্রশাসক বন্দোবস্তের প্রস্তাব পাওয়ার পরে সুস্পষ্ট মতামত/ সুপারিশসহ ভূমি মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।	
৪.০(গ)	'সকল ক্ষেত্রেই জেলা প্রশাসক প্রার্থীত জমির সেলামী নির্ধারণ করতঃ কেস রেকর্ড সৃজনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট বন্দোবস্ত প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন।''	৪.০ (গ) অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত হইবে।	পূর্বের নীতিমালা বহাল

৫.০ যে সকল কারণে বন্দোবস্ত বাতিল হইবেঃ-

৫.০ (ক)ঃ- জমি যে উদ্দেশ্যে বন্দোবস্ত প্রদান করা হইবে তাহা বন্দোবস্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে।

৫.০ (খ)ঃ- বন্দোবস্ত গ্রহীতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে চুক্তিপত্রে কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে।

৫.০ (গ) ভূমি সংক্রান্ত সরকারি আইন/অধ্যাদেশ/আদেশ লংঘন করিলে।

৫.০(ঘ)ঃ- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে।

৫.০ (ঙ) বন্দোবস্ত গ্রহণের পর কোন প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন রাখা বা শর্ত ভঙ্গের ঘটনা প্রকাশ হইলে বন্দোবস্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষে বন্দোবস্ত বাতিল ও প্রদত্ত মূল্য বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

৬.০ঃ- কোন খাসজমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত দেওয়া হইলে সেই জমির জন্য জেলা প্রশাসক আলাদা একটি খতিয়ান খুলিবেন। সেই খতিয়ানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জেলা প্রশাসকের নাম এবং জেলা প্রশাসকের নীচে বন্দোবস্ত প্রাপকের নাম লিপিবদ্ধ থাকিবে। তাহা ছাড়া বন্দোবস্তের মেয়াদ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার তারিখ লিপিবদ্ধ থাকিবে। এই দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্তের ফলে বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে

সংশ্লিষ্ট জমির ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করিতে হইবে। ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত তথ্যাবলী বন্দোবস্ত দলিলে ও খতিয়ানে উল্লেখ করিতে হইবে।

৭.০ঃ- বন্দোবস্ত গ্রহীতা জমির দখল প্রদানের তারিখ হইতে নির্ধারিত হারে ভূমি উন্নয়ন কর ও অন্যান্য কর প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৮.০ঃ- বন্দোবস্তকৃত জমি সম্পর্কে উদ্ভূত যে কোন বিতর্কিত বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৯.০ঃ- এই নীতিমালা প্রণয়নের পর হইতে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববৎ সকল নীতিমালা সার্কুলার, স্মারক, নির্দেশ ইত্যাদি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য ইতিপূর্বে বলবৎ নীতিমালা সার্কুলার ইত্যাদি বলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল বৈধ বন্দোবস্ত আদেশ বহাল থাকিবে। এই নীতিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন সংশ্লিষ্ট সময়ে বলবৎ আইন ও বিধি সকল সময়ে উহার উপর কার্যকর হইবে।

১০.০ঃ- প্রয়োজন অনুসারে এই নীতিমালা পরিবর্তন করা যাইবে এবং কেবলমাত্র নীতিমালার ব্যতিক্রম সাপেক্ষে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে সরকার প্রধানের সার্বিক এখতিয়ার সংরক্ষিত থাকিবে।

১১.০ঃ- এই নীতিমালা রাংগামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ব্যতীত অন্যান্য সকল জেলার জন্য প্রযোজ্য হইবে। রাংগামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য এই জেলাসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ আইন ও সরকারি নির্দেশ কার্যকর হইবে।

০৭। প্রস্তাবিত অকৃষি খাসজমি নীতিমালার (সংশোধিত) বিষয়ে ১৭/০৪/২০১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করে আনুষ্ঠানিক মতামত চাওয়া হবে এবং এ বিষয়টি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তীতে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

০৮। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
সিনিয়র সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়